SKP GROUP
Impex Ferro Tech Limited
CIN No. : L27101WB1995PLC071996

Corporate & Communication Office :
SKP HOUSE
132A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026
Telephone : +91 33 4016 8000/8100,
Fax : +91 33 4016 8107
E-mail : info@impexferrotech.com
Web : www.impexferrotech.com

Works :
Kadavita Dendua Road, P.O. Kalyaneshwari,
P.S. Kulti, Dist.: Burdwan, Pin - 713 369
West Bengal
Ph : (0341) 2522 248 (3 lines)
Fax : (0341) 2522 961

31st May, 2023

To The Listing Department **BSE Limited** P. J. Towers, 25th floor Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Ref: Scrip Code 532614**	To The Listing Department **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Mumbai – 400 051 **Ref: Scrip Symbol – IMPEXFERRO**

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper publication of Extract of Un-audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2023 under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith clippings of newspaper publication of extract of Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March 2023, published in "Financial Express" (English) and "Ekdin" (Regional Language) on Tuesday, 30th May, 2023.

Kindly take the same on your record.

Thanking You

Yours Sincerely,

For Impex Ferro Tech Limited

Richa Lath

Richa Lath
(Company Secretary)

Encl: *As Above*

চাষিদের বায়োমেট্রিক পরীক্ষা করে

ধান কিনবে আরামবাগ খাদ্য ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বোরো ধান ইতিমধ্যেই চাষিরা খামারজাত করে ঝাড়াই মাড়াই করে বস্তাজাত করেছে। জুন মাস থেকে ধান কেনা শুরু করবে সরকার। সেই প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার আসছে নতুন প্রযুক্তি। বায়োমেট্রিক পদ্ধতির ব্যবহার হবে। চাষিদের আধার কার্ড বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে যাচাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কাজে আঙুলের ছাপ স্ক্যান করার যন্ত্র ধানক্রয় কেন্দ্রগুলিতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য দপ্তর।

দপ্তরের আধিকারিক অভিজিৎ মাইতি জানান, জুন মাসের গোড়ার দিক থেকেই দ্বিতীয় পর্যায়ে বোরো ধান কেনা শুরু হবে। চাষিরা সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারবে। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়,

জেলা তথা আরামবাগ মহকুমাজুড়েও এই কর্মযজ্ঞ চলবে বলে জানিয়েছে আরামবাগ খাদ্য দপ্তর। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জুনের গোড়ার দিকেই চাষিদের কাছ থেকে সরকারি উদ্যোগে দ্বিতীয় পর্যায়ের ধান কেনার কাজ শুরু হতে চলেছে। ধান কেনার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এবার চাষিদের আধার কার্ডও বায়োমেট্রিকে যাচাই করা হবে। এজন্য আঙুলের ছাপ স্ক্যান করার যন্ত্র ধানক্রয় কেন্দ্রগুলোতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আরামবাগ খাদ্যদপ্তর। জানা গিয়েছে, খরিফ মরশুমের নভেম্বর মাসে প্রথম পর্যায়ে ধান কেনা শুরু হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা খাদ্য দপ্তরের নিজস্ব স্থায়ী কেন্দ্র ছাড়াও অস্থায়ী শিবির খুলেও ধান কেনা হবে। বেনফেড, ইসিএসসির মতো সরকারি সংস্থাগুলি কৃষি সমবায় সংস্থার মাধ্যমে ধান কিনবে। আর শিবির খুলে ধান কিনবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। ধানক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত সব সংস্থাকে স্ক্যানার কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আরামবাগের পৈশাড়া গ্রামের এক চাষি জানান, এখন খোলাবাজারে ধানের দাম বেশ চড়া। সরকারের কাছ থেকে সঠিক দাম পেলে নিশ্চিতভাবে ধান বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে ধান বিক্রি করবেন।

পড়শির বাড়ি থেকে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলকাতার তিলজলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবার মালদার পুখুরিয়ায়। দিনভর নিখোঁজ শিশুর পর প্রতিবেশীর খাটের তলা থেকে উদ্ধার হল লেপ মোড়ানো ছ' বছরের মেয়ের দেহ। সোনার গয়না হাতানোর জন্য শিশুর বাচ্চা মেয়েটিকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার সম্বলপুর এলাকায়। সোমবার ঘটনাটি ঘটলেও গভীর রাতে বিষয়টি জানাজানি হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাতেই অভিযুক্ত প্রতিবেশী মহিলা রুমা খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুকন্যার নাম আসিফা আক্তার। সোমবার সকালে বাচ্চা মেয়েটি মায়ের সঙ্গে সম্বলপুর এলাকায় দাদুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। সকাল ১১টার পর থেকেই রহস্যজনকভাবে ওই শিশুকন্যা নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা খুঁজলেও তার সন্ধান মেলেনি। বিকেল গড়াতেই পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে খোঁজাখুঁজি শুরু করা হয়। এরপরই এলাকার একটি বাড়িতে বসানো সিসি ক্যামেরা থেকে দেখা যায় প্রতিবেশী মহিলা রুমা খাতুন আসিফাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীদের সন্দেহ হতেই অভিযুক্ত ওই মহিলার বাড়িতেই তল্লাশি চালানো শুরু করে। এরপরই খাটের তলায় লেপে মোড়ানো অবস্থায় শিশু কন্যার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত মহিলা মারধর করে বলেও অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় অভিযুক্তের বাড়িও। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুখুরিয়া থানার পুলিশ। মৃত শিশুর পরিবারের লিখিত অভিযোগ পেয়ে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মৃত শিশুর আসিফার বাবা আবদুল খালেক বলেন, সোমবার আমার মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে দিদুর বাড়ি যায়। ওইদিন সকাল ১১টার পর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আত্মীয় স্বজনের বাড়ি খোঁজ করা হয়। তারপর আশেপাশের বাড়ি খোঁজাখুঁজি হয়। তখনই রুমা নামের এক মহিলার বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে সেখানে মেয়েকে লেপচাপা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। মেয়ের গলায় এবং কানে সোনার গয়না ছিল। মহিলাকে উপযুক্ত শাস্তি দিক।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, ওই শিশু কন্যা শরীরে থাকা সোনা-রুপোর গয়না আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে খুন করা হয়ে পারে। ওই শিশু কন্যার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত মার্চে একইরকম ঘটনা ঘটেছিল কলকাতার তিলজলার একটি আবাসনে। নীচে ময়লা ফেলতে নেমে ৮ বছরের নেমে নিখোঁজ হয়ে যায়। সিসি ক্যামেরায় মেয়েটিকে আবাসনে ঢুকতে দেখা যায়। বিকেলে পুলিশ আবাসনের ফ্ল্যাটে তল্লাশি শুরু করলে হাত, পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় প্রতিবেশীর ঘর থেকে উদ্ধার হয় দেহ।